



307722 - অনুমতি নিয়ো আবশ্যক হওয়ার স্থানগুলো এবং কখন এর আবশ্যকতা মওকুফ হয়?

প্রশ্ন

আমরা জনেছে যি, ঘররে অভ্যন্তরে ও ঘররে বাহিরে কিছু স্থানে আমাদেরকে অনুমতি নতি হব। কনিতু আমি কি আপনাদরে কাছ এ স্থানগুলোর ব্যাপারে বসিতারতি কিছু পাব। উদাহরণতঃ রান্নাঘরে প্রবশে করা, ড্রয়িং রুমে আসা কথিবা ঘরে প্রবশে করা। কারণ আমি আমার ছাত্রীদরে কাছ থেকে এ প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ছে? আমরা যি বলি: ‘অমুকরে প্রশংসা’ এ কথা বলার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মুনিগণ! তোমরা নজিদে ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে এর অধবিসীদরে থেকে অনুমতি নিয়ো ও তাদরেকে সালাম দয়োর পূর্বে প্রবশে করো না / এটা তোমাদরে জন্য উত্তম / আশা করা যায় তোমরা উপদশে গ্রহণ করবে।” [সূরা নূর, আয়াত: ২৭]

শাইখ সা’দী বলেন: “বারী তাআলা তাঁর মুনি বান্দাদরেকে নজিদে ঘর ছাড়া অন্যদরে ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবশে না করার দকিনরিদশেনা দচ্ছনে। কারণ অনুমতি ছাড়া প্রবশে করার অনকে অপকারতি রয়ছে। এ ধরণে কিছু অপকারতির কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করছেনে। তিনি বলেন: ‘অনুমতি নিয়োর বধিান দয়ো হয়ছে দৃষ্টির কারণে।’ অনুমতি নিয়ো ব্যত্য় ঘটলে ঘররে অভ্যন্তরে আচ্ছাদতি রাখা বাঞ্ছনীয় এমন কিছু উপর দৃষ্টি পড়ে যতে পারে। কারণ ঘর মানুষরে জন্য ঘররে ভতেরে যা আছে সটোর জন্য আচ্ছাদন; যভেবে পোশাক মানুষরে দহেরে বশিষে অংশরে জন্য আচ্ছাদন।

এর অপকারতির মধ্য আরও রয়ছে: অনুমতি ছাড়া প্রবশে করলে এটি প্রবশেকারীর প্রতি সন্দহে তরী করে, প্রবশেকারীকে চুরি বা এ জাতীয় খারাপ কিছু অপবাদে ফলে দেয়। কনেনা গোপনে প্রবশে করা খারাপরে আলামত বহন করে। আল্লাহ তাআলা মুনিদরেকে অন্যদরে ঘরে পরিচয় না দিয়ে তথা অনুমতি না নিয়ে প্রবশে করতে বারণ করছেনে। অনুমতি নিয়োকে পরিচয় দয়ো হিসেবে উল্লেখ করা হয়ছে। কনেনা অনুমতি নিয়োর মাধ্যমে পরিচিতি লাভ হয়; পরিচয় না থাকলে ভয় তরী হয়।



‘তাদেরকে সালাম দাও’; সালাম দায়ের পদ্ধতি হাদিসিে ংভাবে উদ্ধৃত হযছে: ‘আসসালামু আলাইকুম; আমি কি প্রবশে করতে পারি?’

‘ংটা’: অর্থাৎ ংই অনুমতি গ্রহণ। ‘তোমাদের জন্য উত্তম / আশা করা যায় তোমরা উপদশে গ্রহণ করবে’: যহেতে ংর মধ্যে ংনকেগুলো কল্যাণ নহিতি রযছে ংং ংটি ংবশ্যকীয় উত্তম ংখলাকরে ংন্তর্ভুক্ত। যদি ংনুমতি দায়ে তাহলে প্রবশে করবে।”[তফসরিস সা’দী (পৃষ্ঠা-৫৬৫) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

ংনুমতি ংয়োর স্থানগুলোর বসিতারতি ববিরণ ‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’-র (৩/১৪৫) ও তদপরবর্তীতে ংলোচতি হযছে। ংমরা সটোকে সংক্ষেপে করে ংরকেটু পরস্কারভাবে নমিনোক্ত পয়নেটে তুলে ধরব:

১। কটে কোন ঘরে প্রবশে করতে চাইলে সেই ঘর হযতো তার নজিরে ঘর হবে; কথিবা ংন্য কারো ঘর হবে। যদি নজিরে ঘর হয তাহলে হযতো ঘরটি ংলি হবে; তার সাথে ংর কটে সখোনে বাস করে না কথিবা সখোনে তার স্ত্রী বাস করে; তার সাথে ংর কটে নই। কথিবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর কোন মাহরাম যমেন- বোন, ময়ে বা মা ংমন কটে থাকে।

যদি ঘরটি নজিরে হয ংং সাথে কটে না থাকে তাহলে ংনুমতি না ংয়িই ঘরে প্রবশে করবে। কনেনা ংনুমতি দায়োর মালকি তো সে নজিই। নজিে নজিরে কাছে ংনুমতি চাওয়াটা ংকটি ংনর্থক কাজ; ংসলামী শরযিা ংনর্থক কিছু থেকে পবতির।

২। যদি ঘরে কবেলমাত্র তার স্ত্রী থাকে, তার সাথে ংর কটে না থাকে; তাহলে ঘরে প্রবশে করার জন্য ংনুমতি ংয়ো ংবশ্যক নয়। কনেনা তার জন্য স্ত্রীর সমস্ত শরীর দখো জায়যে। তবে গলা ংঁকারি দাওয়া ও জুতার শব্দরে মাধ্যমে ঘরে প্রবশেরে জানান দায়া মুস্তাহাব। কনেনা হতে পারে স্ত্রী ংমন কোন ংবস্থায় ংছে; য়ে ংবস্থায় স্বামী তাকে দখুক সটো স্ত্রী পছন্দ করে না।

৩। ংর যদি ঘরে তার ংন্য কোন মাহরাম থাকে; যমেন তার মা, বোন বা ংমন ংন্য কোন পুরুষ বা নারী, যাদেরকে উলঙ্গ দখো তার জন্য সঙ্গত নয়; সক্ষেতরে ংনুমতি ছাড়া প্রবশে করা বই নয়। কিছু ংবস্থা ংছে ব্যাখ্যাসাপক্ষে।

৪। ংর যদি ঘরটি ংন্য কারো হয; তাহলে য়ে ব্যক্তি সেই ঘরে প্রবশে করতে চায় তার উপর ংনুমতি ংয়ো ংবশ্যক। ংনুমতি ংয়োর পূর্বে প্রবশে করা সর্বসম্মতক্রমে বই নয়; চাই ঘরে দরজা খোলা থাকুক কথিবা বন্ধ থাকুক।

ঘরে প্রবশেরে ংনুমতি ংয়োর ংবশ্যকতা থেকে কিছু ব্যতিক্রম ংবস্থা নমিনরূপ:

- কটে থাকে না ংমন কোন ঘরের মধ্যে যদি কোন মানুষের কোন প্রয়াজন থাকে; তাহলে সেই ঘরগুলোতে ংনুমতি ছাড়া প্রবশে করা জায়যে ংছে। ংটি ং ধরণরে ঘরগুলোতে প্রবশে করার সাধারণ ংনুমতির ভিত্তিতে। তবে ংই ঘরগুলো নরিদষ্টি



করার ক্ষেত্রে মতভেদে রয়েছে।

- অনুরূপভাবে অনুমতি না নেয়ার মধ্যে যদি কোন প্রাণ বাঁচানো কথিবা কোন সম্পদ রক্ষা করার ইস্যু থাকে। এমন হয় যে, অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে গেলে সেই প্রাণ ধ্বংস হয়ে যাবে ও সেই সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে।

৫। মূল বধিান হলো: অন্যরে মালকিনায় কথিবা অন্যরে অধিকারে হস্তক্ষেপে করা জায়যে নহে— শরয়িতরে অনুমতি কথিবা সত্ব্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া। অনুমতি থাকলে সটো সীমালঙ্ঘন হবে না। তাই অন্যরে খাবার খাওয়া জায়যে নয়— মালকিরে অনুমতি ছাড়া কথিবা জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া। তমেনভিবে অন্যরে ঘরে তার অনুমতি ছাড়া থাকা জায়যে নয়।

৬। অধীনস্বতরে তার অধিকর্তা থেকে অনুমতি নিয়ো। এই মাসয়ালা প্রচলতি প্রথার উপর নরিভরশীল। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যদি প্রথা এমন হয় যে, শকিষক অনুমতি ছাড়া ছাত্রদরে প্রবশে করাকে গ্রাহ্য করেনে না; তাহলে ছাত্রদরে উপর অনুমতি নিয়ো আবশ্যিক। কনেনা কর্তৃত্বগুলো দয়ো হয়ছে স্বার্থগুলোকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণরে জন্য। যনি কর্তৃত্বরে মালকি তার কর্তৃত্বরে পরধিতে তার থেকে অনুমতি চাওয়া আবশ্যকীয়। যাতে করে বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরচিলতি হয় এবং বশিঙ্খলা না হয়। এই বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে।

৭। মহেমানরে উচতি মজেবানরে ঘর থেকে প্রস্থানরে আগে অনুমতি নিয়ো।

৮। যদি কোন ব্যক্তি দুই ব্যক্তরি মাঝখানে বসতে চায় তাহলে অনুমতি নিয়ো আবশ্যিক।

৯। যদি কেউ কোন বই দেখতে চায়; যে বইয়ের ভেতরে অন্যরে খাস কিছু আছে; তাহলে বইটি দেখার আগে অনুমতি নিয়ো আবশ্যিক।

তনি:

কছু কছু কারণে অনুমতি নেয়ার বধিান মওকুফ হয়ে যায়:

১. অনুমতি নিয়ো অসম্ভব হলে: কোন কারণে অনুমতি নিয়ো অসম্ভব হলে অনুমতি নিয়ো মওকুফ হবে; যমেন অনুমতিদাতার মৃত্যু, কথিবা দূরবর্তী কথোও ভ্রমণ কথিবা তাকে কারো সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে আটক করে রাখা এবং তনি ভ্রমণ থেকে ফরি আসা কথিবা আটকাবস্থা থেকে বরে হওয়া পর্যন্ত হস্তক্ষেপটিকে দরৌ করানো না যায়।

২. ক্ষতি প্রতিহত করা: যদি অনুমতি নেয়ার মধ্যে ক্ষতি নিহিতি থাকে; তাহলে অনুমতি নেয়ার বধিান মওকুফ হয়ে যাবে। এ কারণে কোন গচ্ছতি জনিসি (আমানত) নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে সটো অনুমতি না নিয়ে বকিরি করে দয়ো জায়যে এবং কোন ঘরে প্রবশে করার মাধ্যমে যদি কোন অপরাধ সংঘটনকে ঠেকোনো যায় সক্ষেত্রে অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবশে করা জায়যে।



৩। অনুমতি নিয়ে যে অধিকার আদায় করা সম্ভবপর নয়: হকদারের উপর অনুমতিনিয়োর বধিান মওকুফ হয়ে যাবে যদি অনুমতি নতিে গলেে তার হক ছুটে যায়। এ কারণে যদি কোনে স্বামী নজিরে স্ত্রীকে প্রাপ্য ভরণপোষণ না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে প্রচলতি প্রথায় যতটুকু তার নজিরে ও সন্তানরে জন্য যথেষ্ট ততটুকু অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা জায়যে।

অনুমতি ও অনুমতির আদবগুলো সম্প্রক্ে জানতে দেখুন:

<https://almunajjid.com/9272>

চার:

অমুকরে প্রশংসা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির কোনে ভাল কাজ বা ভালো গুণরে প্রশংসা করা; এটি জায়যে। যখন আপনিকারো গুণাবলীর প্রশংসা করনে তখন এভাবে বলা হয়: **حمدت فلاناً أحمده** (আমি অমুকরে প্রশংসা করলাম, প্রশংসা করছি)।

হাদসিে এসছে: ‘যে ব্যক্তি মানুষরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।’ [মুসনাদে আহমাদ (৭৯৩৯)]

আর যে প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা নাজায়যে সটেই হলো: নঃশরত প্রশংসা। আরও জানতে দেখুন: [146025](#) নং প্রশ্ননোত্তর।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞ।